ভর্তৃহরিবিরচিত

বাক্যপদীয়ে সম্বন্ধসমুদ্দেশ

(মূল কারিকা, বঙ্গানুবাদ, 'সাবিত্রী' ব্যাখ্যা সহ)

সম্পাদনায় ঃ
অধ্যাপিকা পার্বতী চক্রবর্তী

সংস্কৃত বুক ডিপো
২৮/১, বিধান সরণী
কলকাতা-৭০০ ০০৬

উপোদঘাত

যে লক্ষ্যকে সামনে রেখে এই কাজটির রূপরেখা তৈরি হয়েছে, সেটি হল 'সম্বন্ধ-সমুদ্দেশ'। এর পরিচয় সংক্ষেপে দিতে গেলেও 'সম্বন্ধ' কী ?— সেটার যেমন বিশ্লেষণ দরকার, তেমনি 'সমুদ্দেশ' বলতে কী বোঝায় এখানে— তারও একটা পরিচয় দরকার। এই দুটি বিষয়ের মধ্যে প্রথমটির গভীরতা ও ব্যাপকতা অনেক বেশী। তুলনায়, বর্তমান গ্রন্থকার, গ্রন্থ ও তার অংশবিশেষরূপে 'সমুদ্দেশ' সম্বন্ধে কিছু বলে নেওয়া যায় প্রথমে। তবে, সম্বন্ধ-নামক বিষয়টিকে এই গ্রন্থকার কীভাবে গ্রহণ করেছেন — তা নির্ধারণ করতে হলে একটিকে অপরটি থেকে বিচ্ছিন্ন করে ভাবা অসঙ্গত। যাই হোক, মূলগ্রন্থটি এখানে বাক্যপদীয়, যাঁর রচয়িতা ভর্তৃহরি। এই গ্রন্থকারের অভিন্ন নামে আরও দুটি গ্রন্থ বিশেষরূপে পরিচিত — শতকত্রয় ও ভট্টিকাব্য। তবে অধিকাংশ পণ্ডিতের অভিমত — বাক্যপদীয়কার ভর্তৃহরি অন্যদের থেকে স্বতন্ত্র। বেদান্ত দর্শনের ব্রহ্মাদ্বৈতবাদের অনুসরণে ভর্তৃহরির শব্দাদ্বৈতবাদ ও শব্দার্থদর্শনের চিন্তাই প্রধান উপজীব্য বাক্যপদীয়ের। তাঁর সময় নিয়ে নানা মত প্রচলিত থাকলেও খ্রিষ্টীয় পঞ্চম — ষষ্ঠ শতকে তাঁর আবির্ভাব ধরা হয় (দ্রষ্টব্য —ভর্তৃহরিদর্শনে কালের ধারণা। পৃ: iii—iv, প্রদীপকুমার মজুমদার)। সূত্রকার পাণিনি (আঃ খ্রিঃ পূঃ ৬ -৫ শতক), বার্ত্তিককার কাত্যায়ন এবং ভাষ্যকার পতঞ্জলি (আঃ খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতক) — এই তিনমুনির মতকে অবলম্বন করে ভর্তৃহরির বাক্যপদীয় রচিত। তাই এটি পাণিনি সম্প্রদায়ের গ্রন্থ রূপেই খ্যাতি পেয়েছে। সমগ্র গ্রন্থ কারিকা দ্বারা (প্রায় ২০০০) উপদিষ্ট। এর কয়েকজন প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যাকার হলেন — হরিবৃষভ, হেলারাজ, পুঞ্জরাজ, রঘুনাথ শর্মা, বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য প্রভৃতি।

নামটি দেখে ধারণা হয় — বাক্য ও পদ বিষয়ের এই গ্রন্থ। মূলত সেটাই বস্তুগতভাবে সত্য। এই গ্রন্থের তিনটি কাণ্ডের মধ্যে দ্বিতীয়টি — বাক্যকাণ্ড,